আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত ইসহাক (আ:)"**

তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা

"হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর ১০০ বছর বয়সে হযরত ইসহাকের জন্ম হয়।"

ফেরেশতাদের হযরত ইব্রাহিমের পরিবর্তে তার স্ত্রী সারাহকে এ খবর শুনাবার কারণ এই ছিল যে ইতিপূর্বে হযরত ইব্রাহিম একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছিলেন। তার দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে সাইয়্যিদিনা ইসমাইল (আ:) এর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত হযরত সারাহ ছিলেন সন্তানহীন। তাই তার মনটাই ছিল বেশি বিষন্ন। তার মনের এ বিষণ্ণতা দূর করার জন্য তাকে শুধু ইসহাকের মতো মহান গৌরবান্বিত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি বরং এ সঙ্গে সুসংবাদও দেন যে, এ পুত্রের পর আসছে ইয়াকুবের মতো নাতি, যিনি হবেন বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর।

১৯:৪৯ এর ব্যাখ্যা

যে সব মুহাজির গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের জন্য সান্ত্বনাবাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে ইব্রাহিম (আ:) যেমন তার পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যান নি বরং উলটা উন্নতশীর ও সফলকাম হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে না। বরং তোমরা এমন মর্যাদা লাভ করবে, জাহেলিয়াতের অন্ধকার আবর্তে মুখ গুজে পড়ে থাকা কুরাইশ বংশীয় কাফেররা যার কল্পনাই করতে পারে না।

২৯:২৭ এর ব্যাখ্যা

হযরত ইসহাক (আ:) ছিলেন তার পুত্র এবং হযরত ইয়াকুব ছিলেন পৌত্র। এখানে হযরত ইব্রাহিম (আ:) আর অন্যান্য পুত্রদের উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইব্রাহিম সন্তানদের মাদয়ানি শাখায় কেবলমাত্র হযরত শু'আইব (আ:) নবুওয়াত লাভ করেন এবং ইসমাইলী শাখায় মুহাম্মদ (স:) নবুয়াত লাভ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছরে আর কোন নবী আসেন নি। পক্ষান্তরে হযরত ইসহাক (আ:) থেকে যে শাখাটি চলে তার মধ্যে একের পর এক হযরত ঈসা (আ;) পর্যন্ত নবুয়াত ও কিতাবের নিয়ামত প্রদত্ত হতে থাকে।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৩৮:৪৫ এর ব্যাখ্যা

أُولِى الْاَ يْدِى وَالْاَ بْصَارِ হস্তধারী ও দৃষ্টিধারীগণ অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ, তারা অত্যন্ত সক্রিয় ও কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহর কালাম বুলন্দ করার জন্য তারা বিরাট প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। দৃষ্টি অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি নয় অন্তর দৃষ্টি। তারা সত্যদর্শ ও সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। দুনিয়ায় তারা চোখ বন্ধ করে চলতেন না। দুস্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা হাত ও চোখ উভয় থেকেই বঞ্চিত। যারা আল্লাহর পথে কাজ করে তারাই হস্তধারী এবং যারা সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করে তারাই দৃষ্টির অধিকারী। তাদের যাবতীয় সাফল্যের মূল কারন ছিল এই যে, তাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বার্থলাভের আকাঙ্খা ও স্বার্থপূজার সামান্যতম গন্ধও ছিল না। তাদের সমস্ত চিন্তা ও প্রচেষ্টা ছিল আখেরাতের জন্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারাহ ২:১৩৩, ১৩৬ ও ১৪০

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهٖمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ ١٣٣

ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদাত' করিবে?" তাহারা তখন বলিয়াছিল, " আমরা আপনার ইলাহ -এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ-এরই 'ইবাদাত' করিব।" তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাহার নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারাহ ২:১৩৩)

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَآ أُنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرٰهٖمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَ
عِيسٰى وَ مَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

তোমরা বল, "আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে; এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মুসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাহারি নিকট আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা বাকারাহ ২:১৩৬)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ
كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهٰدَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

তোমরা কি বল, "ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগন অবসসই ইয়াহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল?" বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ?' আল্লাহর নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হইতে পারে? তোমরা যাহা করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। (সূরা বাকারাহ ২:১৪০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আলে-ইমরান ৩:৮৪

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ
عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

বল, "আমরা আল্লাহকে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ইমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি নাএবং আমরা তাহারই নিকট আত্মসমর্পনকারী। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৮৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَ
اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ
عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۱۶۳﴾

আমি তো তোমার নিকট 'ওহী' প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার প্রবর্তী নবীগনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম; ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের নিকটও 'ওহী' প্রেরণ করেছিলাম। (সূরা আন-নিসা ৪:১৬৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আল-আ'নআম ৬:৮৬</u>

وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَالۡيَسَعَ وَيُوۡنُسَ وَلُوۡطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلۡنَا عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ ﴿۸۶﴾

আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাইল, আল-য়াসা'আ, ইউনুস ও লুতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে; (সূরা আল-আ'নআম ৬:৮৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা হুদ ১১:৭১</u>

وَامۡرَاَتُهٗ قَآٮِٕمَةٌ فَضَحِكَتۡ فَبَشَّرۡنٰهَا بِاِسۡحٰقَ ۙ وَمِنۡ وَّرَآءِ اِسۡحٰقَ
يَعۡقُوۡبَ ﴿۷۱﴾

আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল. অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম. (সূরা হুদ ১১:৭১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইউসুফ ১২:৬, ৩৮</u>

وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦﴾

এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন তোমার প্রতি এবং ও ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের প্রতি নিশ্চয়ই তোমর প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়. (সূরা ইউসুফ ১২:৬)

وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ
نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٨﴾

আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়. ইহা আমাদের সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না. (সূরা ইউসুফ ১২:৩৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৯</u>

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّىْ
لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়ে থাকেন। (সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মরিয়াম ১৯:৪৯</u>

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ
يَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

অতঃপর সে যখন তাহাদের হইতে ও তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের 'ইবাদাত' করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম। (সূরা মরিয়াম ১৯:৪৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আম্বিয়া ২১:৭২</u>

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٧٢﴾

এবং আমি ইব্রাহিমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্র রূপে ইয়াকুব; আর প্রত্যেক কে করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা আম্বিয়া ২১:৭২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আনকাবুত ২৯:২৭</u>

وَ وَهَبۡنَا لَهٗۤ اِسۡحٰقَ وَ یَعۡقُوۡبَ وَ جَعَلۡنَا فِیۡ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّۃَ وَ
الۡکِتٰبَ وَ اٰتَیۡنٰهُ اَجۡرَهٗ فِی الدُّنۡیَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ لَمِنَ
الصّٰلِحِیۡنَ ﴿٢٧﴾

আমি ইব্রাহিমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাহার বংশধরদের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাহাকে দুনিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলাম; আখেরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হইবে। (সূরা আনকাবুত ২৯:২৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১১২, ১১৩</u>

وَ بَشَّرۡنٰهُ بِاِسۡحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿١١٢﴾

আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম;
(সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১১২)

وَ بٰرَکۡنَا عَلَیۡهِ وَ عَلٰۤی اِسۡحٰقَ ؕ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِهِمَا مُحۡسِنٌ وَّ ظَالِمٌ
لِّنَفۡسِهٖ مُبِیۡنٌ ﴿١١٣﴾ ع

আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণএবং কতক নিজেদের প্রতি স্পস্ট অত্যাচারী। (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৫**

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

স্মরণ করো, আমার বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষদর্শী।
(সূরা সোয়াদ ৩৮:৪৫)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আল্লাহ নবিদের মনোনীত করেছিলেন বিশেষ গুণাবলীর জন্য, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল "আখেরাতের স্মরণ"। আসুন আমরা আখেরাতকে স্মরণ করে আমাদের দুনিয়ার অমলকে সহিহ করে নিই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/